আজকের কাগজ

তারিখ 02 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

সাঘাটায় জাল সনদপত্র ও ভুয়া নিয়োগপত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী'র একই মাদ্রাসায় চাকরির অভিযোগ

জাল সনদপত্র ও ভুয়া নিয়োগপত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একই মাদ্রাসায় চাকরি করে বেতন ভাতা উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার মথরপাড়া দাখেলী মাদ্রাসায় শেখ সাদী নামে একজন আলেম শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি ফাজিল পাসের জাল সনদপত্র সংগ্রহ করে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে একটি ভুয়া নিয়োগপত্রের মাধ্যমে ডিজি অফিসে গিয়ে মাসিক বেতন আদেশে জনৈক নুরুজ্জামানের নাম বাদ দিয়ে তার নিজ নাম বসিয়ে দীর্ঘদিন থেকে সহকারি মওলানা হিসেবে বেতন ভাতা উত্তোলন করে আসছেন। সূত্র থেকে আরো জানা গেছে, শেখ সাদী কোনো সময়ে কোনো মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেনি। অথচ বিভিন্ন মাদ্রাসার দাখিল, আলিম এবং ফাজিল পাসের জাল সনদপত্র সংগ্রহ করেছেন। অপর দিকে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই উল্লেখিত শেখ সাদী তার স্ত্রী নার্গিস বেগমকে একটি ভুয়া নিয়োগপত্রের মাধ্যমে উক্ত মাদ্রাসায় ক্বারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেখিয়ে এমপিওতে বেতন ভাতা ধরে গত জানুয়ারি মাস থেকে নিয়মিত বেতন ভাতা উত্তোলন করছে। উক্ত নার্গিস বেগমের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখিত মাদ্রাসার সুপার এবং সাঘাটা থানা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন। অথচ মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সাঘাটা থানা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত ব্যানবেইস ডিজি অফিসে পাঠানোর নিয়ম। এ ক্ষেত্রে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার সই সাক্ষর জাল করে একটি ব্যানবেস তৈরির করা হয়েছে বলে মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন। উল্লেখিত মথরপাড়া মাদ্রাসায় ভুয়া নিয়োগের মাধ্যমে শেখ শাদী ও তার স্ত্রী নার্গিস বেগমের চাকরি নেয়ার বিরুদ্ধে এলাকার কতিপয় ব্যক্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাঘাটা থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাটি তদন্ত করার জন্যে একটি টীম গঠন করেছেন বলে জানা গেছে। গাইবান্ধা থেকে বাবুল রায়।

SHEET —— OF —— SHEETS